কলকাতা উচ্চ আদালত

দেওয়ানী আপিল বিচার ক্ষেত্র

আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

প্রধান বিচারপতি টি. এস. শিবাগনানম

এবং

মাননীয় বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য

ডব্লিউ পি.এস টি /৯/২০২২

আই এ নং : সি এ এন /১/২০২২, সি এ এন /২/২০২২, সিএএ ন /৩/২০২৩,

সি এ এন /৪/২০২৩

আকাশ ভুনিয়া এবং অন্যান্য

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য

সঙ্গে

ডব্লিউ পি. এস টি /১২/২০২২

সম্পদ মণ্ডল এবং অন্যান্য

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য

সঙ্গে

ডব্লিউ পি. এস টি /৩০/২০২২

আই এ নং ঃসি এ এন/২/২০২৩

প্রভাস দলুই এবং অন্যান্য

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য

সঙ্গে

ডব্লিউ পি.এস টি /৩১/২০২২

আই এ নং ঃ সি এ এন /২/২০২৩

প্রসুন মণ্ডল এবং অন্যান্য

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য

২০২২ সালের ডব্লিউ পি.এস টি ৯
-এ আবেদনকারীদের জন্য
২০২২ সালের এবং ডব্লিউ পি. এস টি ১২
: শ্রী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য, সিনিয়র আইনজীবী
শ্রী সুবীর সান্যাল,
শ্রী দিব্যেন্দু চ্যাটার্জি,
শ্রী প্রীতম মজুমদার,
শ্রীমতী রেশমি ঘোষ,
শ্রী সৌম্য শঙ্কর চিনি,
শ্রী মৈনাক সিংহ বর্মণ.....আইনজীবীগণ

আবেদনকারীদের জন্য ২০২২
সালের ডব্লিউ পি.এস টি ৩০ এবং

ডব্লিউ পি. এস টি ২০২২এর ৩১	শ্রী অরুণাভ ঘোষ, সিনিয়র আইনজীবী শ্রী অনিন্দ্য লাহিড়ী, শ্রী মইনাক গাঙ্গুলি শ্রী সম্রাট দে পাল .....আইনজীবীগণ
রাজ্যের জন্যে ডব্লিউ পি.এস টি ২০২২ এর ৯ এবং ২০২২ এর ৩১	শ্রী এস. এন. মুখার্জি, মাননীয়. এ. জি. শ্রী তপন কুমার মুখার্জি, সিনিয়র আইনজীবী শ্রী পিনাকি ঢোলে শ্রী সোমনাথ নস্কর........আইনজীবীগণ
রাজ্যের জন্যে ডব্লিউ পি. এস টি ২০২২ এর ৩০	শ্রী এস. এন. মুখার্জি, বিজ্ঞ এজি শ্রী তপন কুমার মুখার্জি, সিনিয়র আইনজীবী শ্রীমতী সঙ্গিতা রয়.......আইনজীবীগণ
বিবাদী পক্ষের জন্যে ডব্লিউ পি.এস টি ২০২২ এর ৯	শ্রী শক্তিনাথ মুখার্জি, সিনিয়র আইনজীবী শ্রী কমলেশ ভট্টাচার্য, শ্রী অনিন্দ ভট্টাচার্য _... আইনজীবীগন
সংরক্ষিত	৩১.০৮.২০২৩
রায়প্রদান	**২৭.০৯.২০২৩**

বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য, .:-

১. পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের সামনে মূল আবেদনকারীরা (সংক্ষেপে "ট্রাইব্যুনাল") ২০২০ সালের ও. এ. ৪৩০-এ গৃহীত ২৮.০১.২০২২ তারিখের রায় ও আদেশের বিরোধিতা করেছেন, যা ২০২০ সালের ও. এ. ৪৭৯ এবং ২০২১ সালের ও. এ. ২১০-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ২০২২ সালের ডব্লিউ. পি. এস. টি ৯ এবং ২০২২ সালের ডব্লিউ. পি. এস. টি ১২ দাখিল করে শুনানি হয়েছিল।

২. এখানে আরোপিত রায় ও আদেশ দ্বারা, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ নিয়োগ পর্ষদকে এর জন্য নতুন করে একটি প্যানেল প্রস্তুত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে কনস্টেবল পদে সুপারিশ।

৩. ২০২২-এর ডব্লিউ. পি. এস. টি ৩০ এবং ২০২২-এর ডব্লিউ. পি. এস. টি ৩১ সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে, যাদের নাম সংশোধিত যোগ্যতায় বাদ দেওয়া হয়েছে।বিতর্কিত রায় ও আদেশ অনুযায়ী প্রকাশিত তালিকা।

৪. যেহেতু এই রিট পিটিশনগুলির সাথে জড়িত বিষয়গুলি একই রকম, তাই সমস্ত রিট পিটিশনগুলি অনুরূপভাবে শুনানি হয়েছিল এবং এই রায় ও আদেশ দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

৫. সংক্ষেপে উপরোক্ত রিট পিটিশনগুলির জন্মদানকারী তথ্যগুলি নিম্নরূপঃ-

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড (এরপরে "বোর্ড" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ২০১৯-এ কনস্টেবল (পুরুষ) পদে ৮৪১৯ টি শূন্যপদে নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল। মূল আবেদনকারীরা তাদের আবেদনপত্র দাখিল করেছিল। তাদের প্রাথমিক লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য ডাকা হয়েছিল। তারা সকলেই উক্ত পরীক্ষায় সফল হয়েছিল। তাদের শারীরিক পরিমাপ পরীক্ষা (সংক্ষিপ্তভাবে "পিএমটি") এবং শারীরিক দক্ষতা পরীক্ষার (সংক্ষিপ্তভাবে "পিইটি") জন্য ডাকা হয়েছিল যেখানে তারা উপস্থিত হয়েছিল এবং সফল হয়েছিল। এরপরে, উত্তরদাতারা চূড়ান্ত লিখিত পরীক্ষার জন্য প্রবেশপত্র জারি করেছিল যা ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে মূল আবেদনকারীরা উপস্থিত হয়েছিল।মূল আবেদনকারীরা অভিযোগ করেন যে চূড়ান্ত লিখিত পরীক্ষার কোনও ফলাফল বোর্ড প্রকাশ করেনি এবং ফলস্বরূপ, আবেদনকারীরা চূড়ান্ত লিখিত পরীক্ষায় তাদের দ্বারা প্রাপ্ত নম্বর সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তাদের মতে বোর্ড কোনও যোগ্যতা/কাট অফ নম্বর ঘোষণা করেনি এবং পরিবর্তে বোর্ড তার ওয়েবসাইটে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে আবেদনকারীদের এবং/অথবা প্রার্থীদের তাদের রোল নম্বর দিয়ে সাক্ষাত্কারের জন্য তাদের নিজ নিজ প্রবেশপত্রের প্রিন্ট আউট নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। মূল আবেদনকারীরা সাক্ষাত্কারের জন্য তাদের নিজ নিজ প্রবেশপত্র পাওয়ার পরে জানতে পেরেছিল যে তারা সাক্ষাত্কারের যোগ্য কারণ তারা প্রয়োজনীয় কাট অফ নম্বর পেয়েছে। ২০২০-র ১২ই আগস্ট থেকে বোর্ডের বিভিন্ন স্তরে অনুষ্ঠিত সাক্ষাৎকারে তাঁরা অংশগ্রহণ করেন। আরও অভিযোগ করা হয় যে, সাক্ষাৎকারের আগে ২০২০-র আগস্ট মাসে কিছু আবেদনকারী পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কাছ থেকে সাক্ষাৎকারের জন্য নয়টি রেঞ্জের নিয়োগ বোর্ড গঠন এবং সম্পর্কে বার্তা পেয়েছিলেন।এর সদস্যদের নাম। এটি মূল আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে যে

সাক্ষাৎকার বোর্ডের সদস্যদের নাম তাদের পছন্দের প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের আগে প্রকাশ করা হয়েছিল যাতে তারা তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে এবং অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে পারে যা অন্যায় এবং দুর্নীতিগ্রস্ত অনুশীলনের জন্য জায়গা ছেড়ে দেয় যা নিয়োগের পুরো প্রক্রিয়াটিকে বাতিল করে দেয়। সমস্ত মূল আবেদনকারীরা তাদের নিজ নিজ তারিখে সাক্ষাৎকারের জন্য সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ নিয়োগ বোর্ডের সামনে এই বিশ্বাস নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল যে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় তাদের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে তাদের নাম চূড়ান্ত মেধা তালিকায় থাকবে এবং নির্বাচিত হবে। তবে ২০২০ সালের ১৫ই অক্টোবর তারা অবাক হয়ে দেখেছিল যে তাদের নাম মেধা তালিকায় নেই।মূল আবেদনকারীদের মতে, মেধা তালিকায় চূড়ান্ত লিখিত পরীক্ষা, সাক্ষাৎকার এবং প্রার্থীদের বিভাগের নম্বরের বিবরণ ছিল না। বোর্ড অবশ্য একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানিয়েছিল যে চূড়ান্ত ফলাফল বোর্ডের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে এবং প্রার্থীদের তাদের আবেদনের ক্রমিক নম্বর এবং জন্ম তারিখ দিয়ে ওয়েবসাইটে ফলাফল অনুসন্ধান করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। অস্থায়ীভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকাও নোটিশ বোর্ডে থাকবে। আবেদনকারীরা তাদের ব্যক্তিগত নম্বর জানতে বোর্ডের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়েছিলেন।তবে চূড়ান্ত লিখিত পরীক্ষা এবং সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত নম্বরের কোনও বিভাজন ছাড়াই তারা কেবল তাদের ব্যক্তিগত মোট নম্বর জানতে পেরেছিল। ফলস্বরূপ, কোনও আবেদনকারী নির্বাচিত প্রার্থীদের নম্বরের সাথে তাদের নম্বরের তুলনা করতে পারেনি। তারা বোর্ডের ওয়েবসাইটে অস্থায়ীভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের মেধা তালিকাও খুঁজে পায়নি। মূল আবেদনকারীদের মতে, সংরক্ষণ নীতির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন ছিল কারণ সংরক্ষিত প্রার্থীরা অনির্বাচিত বিভাগে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং প্রার্থীর যোগ্যতা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ প্রকাশ না করে যা প্রকাশ করে যে পাবলিক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব ছিল।অভিযোগ করা হয়েছে যে, নম্বরের বিভাজন সহ কোনও বিভাগভিত্তিক মেধা তালিকা নেই।অস্থায়ীভাবে নির্বাচিত প্রার্থীরা বোর্ড দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল

যা প্রকাশ করে যে স্বজনপোষণ এবং পক্ষপাতিত্ব ছিলনির্বাচন প্রক্রিয়া এবং সংরক্ষণ নীতি লঙ্ঘন।

৬. ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ অনুসারে, বোর্ডএর ফলাফল প্রকাশ করেছে।

৭. এরপরে, মূল আবেদনকারীরা ২০২০ সালের ২৪শে ডিসেম্বর একটি সম্পূরক হলফনামা দাখিল করে হাইকোর্টের দ্বারা ২০২০ সালের ২২শে ডিসেম্বর ডব্লিউপিএসটি ১০১-এ গৃহীত নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু তথ্য, নথি এবং পরবর্তী ঘটনা নথিভুক্ত করার জন্য। উক্ত সম্পূরক হলফনামায় বলা হয়েছিল যে পুলিশ নিয়োগ বোর্ড কোনও পর্যায়ে চূড়ান্ত লিখিত পরীক্ষার কোনও ফলাফল প্রকাশ করেনি এবং ফলস্বরূপ আবেদনকারীরা চূড়ান্ত লিখিত পরীক্ষায় তাদের এবং অন্যান্য প্রার্থীদের দ্বারা প্রাপ্ত নম্বর সম্পর্কে অবগত ছিলেন না এবং বোর্ড কর্তৃক চূড়ান্ত লিখিত পরীক্ষার পরে কোনও যোগ্যতা/কাট অফ নম্বর ঘোষণা করা হয়নি।অভিযোগ করা হয়েছে যে, ন্যূনতম ১৬৭ সেন্টিমিটার উচ্চতা অর্জন করতে ব্যর্থ হলেও নিয়োগ পর্ষদ কমপক্ষে ৯৭ জন প্রার্থীকে মেধা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে ছিল। অভিযোগ করা হয়েছে যে, রাজ্যের উত্তরদাতারা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৫-এর অধীনে আবেদন অনুসারে তথ্য সরবরাহ করেননি। আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, সফল প্রার্থীদের তালিকা সম্বলিত প্যানেলটি রাজ্যভিত্তিক নয়, বরং জেলাভিত্তিক তৈরি করা হয়েছে, যা অবৈধ, নির্বিচারে এবং বৈষম্যমূলক এবং অনুচ্ছেদ -১৪ এর লঙ্ঘনকারী।

৮. এরপরে, মূল আবেদনকারীরা ২০শে এপ্রিল, ২০২১-এ একটি দ্বিতীয় সম্পূরক হলফনামা দাখিল করেছিলেন, যেখানে আবেদনকারীরা অভিযোগ করেছেন যে তারা বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্ট প্রার্থীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছে। জমা দেওয়া হয়েছিল ৪০১ জন সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থী- তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, ওবিসি-এ এবং ওবিসি-বি, বয়সের ছাড়ের সুবিধা গ্রহণ করে, অসংরক্ষিত বিভাগের মেধা তালিকায় রাখা হয়েছে এবং সুপারিশ করা হয়েছে, যা অবৈধ।উক্ত হলফনামায় বলা হয়েছে যে প্রার্থীরা এর সংরক্ষিত

বিভাগটি নির্বাচনের বিবেচনার ক্ষেত্রের মধ্যে আসার পরে সংরক্ষিত বিভাগের সুবিধা গ্রহণ করে, অসংরক্ষিত শূন্যপদে নিয়োগ করা যাবে না। এটিও অভিযোগ করা হয়েছে যে বোর্ড সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের ইচ্ছাকৃতভাবে বর্ধিত এবং/অথবা সামঞ্জস্যযোগ্য নম্বর বরাদ্দ করে তাদের পক্ষে ছিল যাতে তারা যোগ্য প্রার্থীদের ছাড়িয়ে নিয়োগ করতে পারে। আরও অভিযোগ করা হয়েছিল যে ৬৭ জন প্রার্থী, যাদের নাম মেধা তালিকায় ছিল, তারা বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারে না। আরও অভিযোগ রয়েছে যে, কিছু প্রার্থী সাধারণ প্রার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরের তুলনায় সাক্ষাৎকারে সামঞ্জস্যপূর্ণ নম্বর বরাদ্দ করার পক্ষপাতী হয়েছেন যাতে তাঁরা সুপারিশ করার সুযোগ পেতে পারেন। অভিযোগ করা হয়েছে যে মেধা তালিকা থেকে দেখা যায় যে অধিকাংশ প্রার্থীই নম্বর পেয়েছেন ভগ্নাংশে যা আইনের চোখে অনুমোদিত নয়।

৯. বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল রায় দিয়েছে যে নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালনা করার সময় রাজ্যে সংরক্ষণের নীতি লঙ্ঘন করা হয়েছে। ২৬.০৩.২০২১-এ প্রকাশিত প্রস্তাবিত প্রার্থীদের প্যানেলটি বাতিল করে বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল দ্বারা বাতিল করা হয়েছিল এবং একটি নির্দেশ পাস করা হয়েছিল নতুন করে একটি প্যানেল প্রস্তুত করতে।

১০. বিতর্কিত রায় ও আদেশের মাধ্যমে, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডকে (সংক্ষেপে "বোর্ড") পশ্চিমে কনস্টেবল পদে সুপারিশের জন্য বাংলা পুলিশ এর নতুন করে একটি প্যানেল প্রস্তুত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল

i) অসংরক্ষিত বিভাগ, যা যোগ্যতার ভিত্তিতে উন্মুক্ত বিভাগ, বয়সের ছাড় পাওয়া প্রার্থীদের বাদ দিয়ে, এবং

ii) প্রচলিত আইন অনুযায়ী সংরক্ষিত বিভাগ।

১১. মূল আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী জনাব বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য এই যুক্তি দিয়ে বিতর্কিত আদেশকে আক্রমণ করেছিলেন যে লর্ড ট্রাইব্যুনাল   কে বাদ দেওয়ার নির্দেশ না দিয়ে আইনে ভুল করেছে

সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীরা, যারা প্রাথমিক লিখিত পরীক্ষার পর্যায় থেকেই সাধারণ/অসংরক্ষিত শূন্যপদের জন্য বয়সের ছাড়ের সুবিধা গ্রহণ করেছেন। অন্য কথায়, শ্রী ভট্টাচার্যের মতে, সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীরা যারা বয়সের ছাড় পেয়েছেন এবং সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হয়েছে তাদের কেবল তাদের নিজ নিজ বিভাগের শূন্যপদের বিরুদ্ধে বিবেচনা করা উচিত ছিল এবং পিএমটি/পিইটি পর্যায় থেকে অসংরক্ষিত/সাধারণ বিভাগের শূন্যপদের বিরুদ্ধে নয়। এই ধরনের বিতর্কের সমর্থনে, তিনি নীরবকুমার দিলীপভাত মকওয়ানা বনাম গুজরাট পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ের উপর নির্ভর করেছিলেন। (২০১৯) ৭ এসসিসি ৩৮৩-এ রিপোর্ট করা হয়েছিল। তিনি আরও যুক্তি দেখান যে, চূড়ান্ত লিখিত পরীক্ষায় বেশি নম্বর পাওয়া বিপুল সংখ্যক প্রার্থী ইচ্ছাকৃতভাবে এবং খারাপভাবে সাক্ষাৎকারে কম নম্বর দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন যে, বেশ কয়েকজন প্রার্থীকে নির্বাচিত করা হয়েছিল এবং নিয়োগ করা হয়েছিল যদিও তারা মাধ্যমিক বা সমতুল্য স্তর এর ভাষায় বাংলা বা নেপালি ভাষার কাগজ হিসাবে অধ্যয়ন করেননি।

১২. ২০২২ সালের ডব্লিউ. পি. এস. টি ৩০ এবং ২০২২ সালের ডব্লিউ. পি. এস. টি ৩১-এ শ্রী অনিন্দ্য লাহিড়ীর সহায়তায় বিদ্বান আইনজীবী শ্রী অরুণাভ ঘোষ আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত হয়েছিলেন, যাঁদের নাম তারিখের মূল মেধা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল কিন্তু এবং পশ্চিমবঙ্গের অনগ্রসর শ্রেণীর ৫ নং ধারা (৩২-এর ৭ম পৃষ্ঠা ব্যতীত তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি) চাকরি ও পদে শূন্যপদের সংরক্ষণ আইন ২০১২ (সংক্ষেপে "২০১২ আইন") জমা দেওয়া হয়েছিল যে সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীরা একই সাথে বয়সের ছাড় পাওয়ার অধিকারী এবং অসংরক্ষিত শূন্যপদ।

১২. শ্রী অরুণাভ ঘোষ, শ্রী অনিন্দ্য লাহিড়ীর সহায়তায় বিজ্ঞ আইনজীবী 2022-এর ডব্লিউ পি এস টি ৩0 এবং 2022-এর ডব্লিউ পি এস টি 31-এ পিটিশনকারীদের পক্ষে হাজির হয়েছিলেন, যাদের নাম 2৬ .0৩ .2021 তারিখের মূল মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে কিন্তু প্রকাশিত সংশোধিত মেধা তালিকায় বাদ দেওয়া হয়েছে 2৪ .02.2022 তিনি দাবি করেছিলেন যে ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৬(৪) এর সাথে পঠিত অনুচ্ছেদ ১৫ (৪) রাজ্য সরকারকে সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে অনগ্রসর শ্রেণীর নাগরিকদের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান করার ক্ষমতা দেয়।

পরিষেবা এবং পোস্ট) আইন 2012 (সংক্ষেপে "2012 আইন") এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীরা একই সাথে বয়সের শিথিলতা পাওয়ার অধিকারী এবং অসংরক্ষিত শূন্যপদগুলির জন্য স্থান পেতে পারেন।

১৩. তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে মূল আবেদনকারীরা সাক্ষাত্কারে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং ব্যর্থ হয়ে তারপরে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। **অনুপাল সিং বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য** মামলায় **(২০২০) ২ এস. সি. সি ১৭৩** এবং **ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম এস বিনোদ কুমার এবং অন্যান্যরা (২০০৭) ৮ এস. সি. সি ১০০**-তে রিপোর্ট করা রায়গুলি এই যুক্তিটির সমর্থনে নির্ভর করেছিল যে কোনও ব্যক্তি সচেতনভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিলেন এবং নির্বাচন প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন না। **চন্দ্র কিশোর ঝা বনাম মহাবীর প্রসাদ ও অন্যান্যদের** ক্ষেত্রে রায়গুলি (**১৯৯৯) ৮ এস. সি. সি ২৬৬**-এ রিপোর্ট করা হয়েছিল; **নাজির আহমেদ বনাম রাজা সম্রাট ১৯৩৬ সালের প্রিভি কাউন্সিল ৫৮৩ এবং মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অফ গ্রেটার মুম্বাই (এম. সি. জি. এম) বনাম অভিলাষ লাল ও. আর. এস. (২০২০) ১৩ এস. সি. সি ২৩৪**-তে এই যুক্তির সমর্থনে উল্লেখ করেছিলেন যে যদি কোনও সংবিধি কোনও নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কোন জিনিস করতে বলে, তাহলে এটি শুধুমাত্র সেই পদ্ধতিতে করতে হবে।

১৪. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট জেনারেল যুক্তি দেন যে মূল আবেদনকারীরা কোনও প্রতিবাদ বা আপত্তি ছাড়াই সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হওয়ার আগে তারা সাক্ষাৎকারগ্রহীতাদের নাম সম্পর্কেও অবগত ছিলেন এবং কোনও প্রতিবাদ ছাড়াই সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট জেনারেলের মতে, সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণের পর এবং সেই পর্যায়ে ব্যর্থ হওয়ার পর মূল আবেদনকারীদের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় আক্রমণ করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। এই বিরোধের সমর্থনে তিনি **অনুপাল সিং এবং অন্যান্য বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্য** মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেন যা ২০২০(২) এস সি সি ১৭৩ **অশোক কুমার এবং অন্যান্য বনাম বিহার রাজ্য এবং অন্যান্য** মামলায় (২০১৭) ৪ এস সি সি ৩৫৭ এ রিপোর্ট করা হয়েছে।

তিনি আরও যুক্তি দেখান যে লিখিত পরীক্ষায় বেশি নম্বর পাওয়া প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারে কম নম্বর দেওয়ার অর্থ এই নয় যে কর্তৃপক্ষ অন্যায্য অনুশীলন গ্রহণ করেছে। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে প্রার্থীদের কর্মক্ষমতা বিচার করা এবং নম্বর প্রদান করা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাজ এবং আদালতগুলিকে এই বিষয়ে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে ধীর হওয়া উচিত।এই যুক্তির সমর্থনে তিনি মদন লাল ও অন্যান্য বনাম জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ও অন্যান্য মামলায় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন। (১৯৯৫) ৩ এস. সি. সি. ৪৮৬-এ রিপোর্ট করা হয়েছে। তিনি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে সাক্ষাৎকারের জন্য মোট নম্বরের ১৫ শতাংশের গুরুত্ব ১ এস. সি. সি. ৭২২-এ রিপোর্ট করা অজয় হাসিয়া ও অন্যান্য বনাম খালিদ মুজীব সেহরাবর্দী ও অন্যান্যের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।সাক্ষাৎকারে ভগ্নাংশ নম্বর প্রদানের বিষয়টি বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেলের দ্বারা ন্যায়সঙ্গত করার চেষ্টা করা হয়েছিল এই যুক্তি দিয়ে যে, সাক্ষাৎকারে রেঞ্জ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের প্রতিটি সদস্যের দেওয়া গড় নম্বর মেধা তালিকা প্রস্তুত করার জন্য গণনা করা হয়েছিল যার ফলে সাক্ষাৎকারে ভগ্নাংশ/দশমিক নম্বর পাওয়া যায়। বিদ্বান অ্যাটর্নি জেনারেল আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে, '০৩.০২.২০১৯' তারিখের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়নি যে কোনও প্রার্থীকে মাধ্যমিক স্তরে বা তার সমতুল্য ভাষা হিসাবে বাংলা বা নেপালি ভাষা অধ্যয়ন করতে হবে। তিনি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে মূল আবেদনকারীদের অভিযোগ যে নির্বাচিত হওয়া বেশ কয়েকজন প্রার্থী কথা বলতে, পড়তে এবং লিখতে সক্ষম নন।বাংলা ভাষা বা নেপালি ভাষার কোনও ভিত্তি নেই।

১৫. কমলেশ ভট্টাচার্য, বিদ্বান ট্রাইব্যুনালের সামনে মূল আবেদনে ব্যক্তিগত উত্তরদাতাদের প্রতিনিধিত্বকারী বিদ্বান আইনজীবী বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেলের আগাম জমা দেওয়া বিষয়গুলি গ্রহণ করে।

১৬. পক্ষগুলির পক্ষে শিক্ষিত উকিলদের কথা শুনেছেন এবং বিষয়বস্তুগুলি পর্যবেক্ষণ করেছেন স্থাপন করেছেন।

১৭. রেকর্ড থেকে জানা যায় যে নিয়োগের বিজ্ঞাপন অনুসারে, ৪,৪২,২১৮ আবেদনকারীরা পদগুলির জন্য আবেদন করেছিলেন। ৩,২২,২৭৫ আবেদনকারীরা প্রাথমিক লিখিত পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন এবং ৮৬,৭৩৮ জন সফল হয়েছিলেন। এরপরে, ৬৩,৮২০ জন শারীরিক পরিমাপ পরীক্ষা এবং শারীরিক দক্ষতা পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন যার মধ্যে ২৮,৫২৯ জন সফল হয়েছিলেন। চূড়ান্ত লিখিত পরীক্ষায় ২৮,২৬০৫ জন প্রার্থী উপস্থিত হয়েছিলেন এবং ১২,৭৮৬ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং ১২,৬৯৪ জন সাক্ষাত্কারে উপস্থিত হয়েছিলেন। তারপরে, চূড়ান্ত ৮৪১৯টি শূন্যপদের ক্ষেত্রে নির্বাচন করা হয়েছিল।

১৮. মূল আবেদনকারীরা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের দেওয়া ছাড়কে চ্যালেঞ্জ করেননি। মূল আবেদনকারীদের আক্রমণের মূল কারণ হল কর্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সংরক্ষণ নীতির বিরুদ্ধে একটি প্যানেল প্রস্তুত করে কাজ করেছে যেখানে অসংরক্ষিত শূন্যপদগুলি সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের দ্বারা পূরণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল যাদের বয়স ইত্যাদিতে ছাড় পেয়েছে।

১৯. সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির আবেদন থেকে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির পক্ষে বিদ্বান উকিলদের জমা দেওয়ার কথা শোনার পরে নিম্নলিখিত এই রিট পিটিশনগুলিতে বিবেচনার জন্য সমস্যা দেখা দেয়।

i) সাক্ষাৎকারের আগে সাক্ষাৎকার বোর্ডের সদস্যদের নাম প্রকাশ করা কি স্বচ্ছতা এবং স্বজনপোষণের অভাব?

ii) শারীরিক পরিমাপ পরীক্ষায় অকৃতকার্য প্রার্থীরা এবং শারীরিক দক্ষতা পরীক্ষার সুপারিশ করা হয়েছিল?

iii) কাট অফ নম্বর নির্ধারণ করা ইচ্ছাকৃত ছিল কি না?

iv) সাক্ষাৎকারে ভগ্নাংশ নম্বর প্রদান করা অগ্রহণযোগ্য আইনের চোখে?

V) বাংলা ভাষার সঙ্গে পরিচিত নয় এমন প্রার্থীদের সুপারিশ করা হয়েছিল কি না?

vi) সাক্ষাৎকারের নম্বরগুলিতে কারচুপি হয়েছে কি না?

vil) মূল উত্তরগুলি প্রকাশ না করা সঠিক ছিল কি না?

viii) সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের স্থানান্তর বয়সের ছাড় পাওয়া সত্ত্বেও অসংরক্ষিত পদগুলি যথাযথ ছিল।

20. এই আদালত এখন ধারাবাহিকভাবে উপরোক্ত বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করতে এগিয়ে যাবে।

২১. প্রশ্ন নং-(i) সাক্ষাৎকারের আগে ইন্টারভিউ বোর্ডের সদস্যদের নাম প্রকাশ করা কি স্বচ্ছতা ও স্বজনপোষণের অভাব?

২২. বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল পর্যবেক্ষণ করেছে যে, পক্ষপাতিত্বের সাধারণ অভিযোগ করা ছাড়াও সাক্ষাৎকার বোর্ডের সদস্যদের দ্বারা করা কোনও ত্রুটি সম্পর্কে কোনও নির্দিষ্ট আবেদন ছিল না যা তাদের প্রতি পক্ষপাত সৃষ্টি করেছিল। বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল উল্লেখ করেছে যে সাক্ষাৎকার বোর্ডের সদস্যদেরও পক্ষ নেওয়া হয়নি এবং সাক্ষাৎকার বোর্ডের সদস্যরা কোন প্রার্থীদের পক্ষে ছিলেন সে সম্পর্কে কোনও নির্দিষ্ট আবেদনও ছিল না। যখন মূল আবেদনে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করা হয়েছে, তখন সাক্ষাৎকার বোর্ডের সদস্যদের পক্ষ নেওয়া উচিত ছিল। তাদের অনুপস্থিতিতে, বিদ্বানদের পক্ষ নেওয়া উচিত ছিল। ট্রাইব্যুনাল এই ধরনের সাধারণ অভিযোগগুলি গ্রহণ না করার ক্ষেত্রে সঠিক ছিল।

২৩ . মূল আবেদনকারীরা আবেদন করতে এবং প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে যে সাক্ষাৎকার বোর্ডের সদস্যদের নাম প্রকাশের কারণে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় তাদের অধিকার কীভাবে প্রভাবিত হয়েছে। অতএব, এই আদালত বলে যে সাক্ষাৎকারের তারিখের আগে সাক্ষাৎকার বোর্ডের সদস্যদের নাম কেবল প্রকাশ করা স্বচ্ছতার অভাবকে বোঝায় না।সাক্ষাৎকার এবং/অথবা যে প্রক্রিয়াটি স্বজনপোষণ দ্বারা কলুষিত হয়েছে।

২৪. তদনুসারে, (i) নং ইস্যুটির উত্তর নেতিবাচক এবং মূল আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে।

২৫. সংখ্যা-(i) শারীরিক পরিমাপ পরীক্ষা এবং শারীরিক দক্ষতা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া প্রার্থীদের সুপারিশ করা হয়েছিল কি না?

২৬. বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল সংশ্লিষ্ট পক্ষের যুক্তি এবং প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষগুলির দ্বারা উপস্থাপিত উপকরণগুলি পর্যালোচনা করার পরে যথাযথভাবে রায় দিয়েছে যে মূল আবেদনকারীদের অভিযোগ যে কিছু প্রার্থীকে সুপারিশ করা হয়েছে যদিও তারা PMT এবং PET-তে অকৃতকার্য হয়েছেন, তার কোনও ভিত্তি নেই।

২৭. রেকর্ডের উপকরণগুলি দেখার পরে, এই আদালত বিবেচনা করে যে মূল আবেদনকারীরা প্রস্তাবিত পিএমটি এবং পিইটি-তে ব্যর্থ প্রার্থীরা হয়েছে তা প্রমাণ করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

২৮. সমস্যা নং. (ii) এর উত্তর নেতিবাচক এবং মূল আবেদনকারীর বিপরীতে দেওয়া হয়েছে।

2৯. ইস্যু নং-(iii) কাট অফ নম্বর নির্ধারণ নির্বিচারে ছিল কি না?

৩০. মূল আবেদনকারীদের পক্ষে বিদ্বান উকিল কঠোরভাবে যুক্তি দিতেন যে লিখিত পরীক্ষা এবং সাক্ষাৎকারের আগে কাট অফ নম্বর নির্ধারণ করা উচিত ছিল। বাছাই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের সংখ্যা যে খুব বেশি ছিল তা লক্ষ্য করার পরে বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল পর্যবেক্ষণ করেছিল যে কাট অফ নম্বরগুলির পূর্বনির্ধারণের ফলে অসঙ্গতি দেখা দিত। লক্ষ লক্ষ প্রার্থী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিলেন বলে উল্লেখ করার পরে লার্নড ট্রাইব্যুনাল পর্যবেক্ষণ করেছিল যে কাট-অফ নম্বর নির্ধারণ বোর্ডের বিবেচনার উপর ছেড়ে দিতে হবে।

৩১. কাট-অফ নম্বর নির্ধারণের জন্য বোর্ডের ক্ষমতা নিয়ে মূল আবেদনকারীদের অভিজ্ঞ প্রবীণ উকিলের দ্বিমত নেই। এই বিষয়টি বিবেচনা করার পরে যে বিপুল সংখ্যক প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিলেন, এই আদালত বিবেচনা করে যে যেভাবে কাট-অফ নম্বর নির্ধারণ করা হয়েছিল তা ভারতের সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত সমতার নীতিগুলির লঙ্ঘন বলে বলা যায় না। সুতরাং কাট-অফ নম্বর নির্ধারণকে নির্বিচারে বলা যায় না।লার্নড ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তও কারণ দ্বারা সমর্থিত।

৩২. ইস্যু নং. (ili)-এর উত্তর নেতিবাচক এবং মূল আবেদনকারী -এর বিপরীতে দেওয়া হয়েছে।

৩৩. সংখ্যা-(iv) সাক্ষাৎকারে ভগ্নাংশ নম্বর প্রদান আইনের চোখে অগ্রহণযোগ্য কি না?

৩৪. বিদ্বান প্রবীণ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে, সাক্ষাৎকারে ভগ্নাংশ/দশমিক হিসাবে নম্বর প্রদান আইনের দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য। বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল সঠিকভাবে উল্লেখ করেছে যে মূল আবেদনকারীরা আইনের এমন কোনও বিধান উদ্‌ধৃত করেননি যা বিশেষত তাৎক্ষণিক প্রকৃতির নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ভগ্নাংশ ভিত্তিতে নম্বর প্রদান নিষিদ্ধ করে। এছাড়া সাক্ষাৎকার বোর্ড একাধিক সদস্য নিয়ে গঠিত এবং মেধা তালিকা প্রস্তুতির জন্য সাক্ষাত্‌কারে প্রতিটি সদস্যের দেওয়া গড় নম্বর গণনা করার সময়, এটি সম্ভব যে সাক্ষাৎকার বোর্ডের সদস্যদের দ্বারা প্রদত্ত গড় নম্বর হিসাবে গণনা করা একটি সাক্ষাত্‌কারে কোনও নির্দিষ্ট প্রার্থীর স্কোর ভগ্নাংশ/দশমিক হয়।অতএব, এই আদালত বিবেচনা করে যে প্রদান করে ভগ্নাংশ চিহ্নের কে আইনে অগ্রহণযোগ্য বলা যায় না।

৩৫. সংখ্যা নং. (iv)-এর উত্তর নেতিবাচক এবংমূল আবেদনকারীর -এর বিপরীতে দেওয়া হয়েছে।

৩৬. সংখ্যা-(v) বাংলা ভাষার সঙ্গে পরিচিত নয় এমন প্রার্থীদের সুপারিশ করা হয়েছিল কি না?

৩৭. মূল আবেদনকারীদের বিদ্বান সিনিয়র কাউন্সেল যুক্তি দেখান যে বেশ কয়েকজন প্রার্থীকে সুপারিশ করা হয়েছে যারা বাংলা ভাষার সাথে পরিচিত ছিল না। বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল একটি সত্যিকারের অনুসন্ধান ফিরিয়ে দিয়েছে যে মূল আবেদনকারীরা কথোপকথন না করার অভিযোগে অভিযুক্ত প্রার্থীদের সম্পর্কে তাদের তথ্যের ভিত্তি প্রকাশ করেনি বাংলা ভাষার সাথে।

৩৮. পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ (কনস্টেবল এবং মহিলা কনস্টেবল নিয়োগ) বিধিমালা ২০১৭-এর নিয়ম ৪ (ঘ)-এ বলা হয়েছে যে প্রার্থীদের অবশ্যই বাংলা ভাষা বা নেপালি ভাষায় কথা বলতে, পড়তে এবং লিখতে সক্ষম হতে হবে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ৩ নং ধারা যোগ্যতার সাথে সম্পর্কিত। ৩ নং ধারার উপ-ধারা (ঘ)-তে বলা হয়েছে যে আবেদনকারীকে অবশ্যই হতে হবে।বাংলা ভাষায় কথা বলতে, পড়তে এবং লিখতে সক্ষম।

অতএব, বাংলা ভাষায় কথা বলতে, পড়তে এবং লিখতে সক্ষম একজন প্রার্থী এই পদের জন্য আবেদন করার যোগ্য। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে যে প্রাথমিক লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দুটি ভাষায় সেট করা হবে ১. বাংলা এবং নেপালি। এতে আরও বলা হয়েছে যে চূড়ান্ত লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ইংরেজি ভাষার প্রশ্ন ব্যতীত বাংলা এবং নেপালি নামে দুটি ভাষায় সেট করা হবে। মূল আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে এটি নয় যে প্রাথমিক লিখিত পরীক্ষা এবং চূড়ান্ত লিখিত পরীক্ষায় অংশ না নিয়ে নিয়োগের জন্য বেশ কয়েকজন প্রার্থীকে বেছে নেওয়া হয়েছে এবং সুপারিশ করা হয়েছে। যেহেতু উপরোক্ত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রগুলি ইংরেজি ভাষার প্রশ্ন ব্যতীত বাংলা ও নেপালি এই দুটি ভাষায় সেট করা হয়েছিল, তাই মূল আবেদনকারীদের অভিযোগ ছিল যে যে প্রার্থীদের সুপারিশ করা হয়েছিল এবং নির্বাচিত করা হয়েছিল তারা বাংলা ভাষার সাথে কথোপকথন না করার কোনও ভিত্তি নেই।

৩৯. ২০২২ সালের ডব্লিউপিএসটি ৯-এ দাখিল করা ২০২৩ সালের সিএএন ৩-এ অভিযোগ করা হয়েছে যে, ২১.০১.২০১৯ তারিখের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যোগ্য হওয়ার জন্য একজন প্রার্থীকে অবশ্যই মাধ্যমিক স্তরে ভাষার কাগজ হিসাবে বাংলা বা নেপালি ভাষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। এক্সাইজ কনস্টেবল এবং লেডি এক্সাইজ কনস্টেবল পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে ২১.০১.২০১৯ তারিখের উক্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। মূল আবেদনকারীরা সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছিল যে এই ধরনের নিয়োগ ২০১৭ বিধি দ্বারা পরিচালিত হয়। অতএব, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্ধারিত যোগ্যতার মানদণ্ড এই বিষয়টির সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য নির্ধারণকারী কারণ হতে পারে না।২০১৭ সালের নিয়মাবলী ছাড়া কোনও শর্ত নেই যে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে কনস্টেবল পদে নিয়োগের যোগ্য হওয়ার জন্য কোনও প্রার্থীকে বাংলা ভাষা হিসাবে পাস করতে হবে মাধ্যমিক স্তরে কাগজ।

৪০. এই আদালত তাই বলে যে মূল আবেদনকারীরা আদালতের সামনে শোচনীয়ভাবে প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয়েছে যে প্রার্থীদের সুপারিশ করা হয়েছিল এবং নির্বাচিত হয়েছিল যারা বাংলা ভাষার সাথে পরিচিত ছিল না।

৪১. বিষয় নং. (v) ১s-এর উত্তর নেতিবাচক এবং মূল আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে দেওয়া হয়েছে।

৪২. বিষয় নং -(vi) -এর নম্বরগুলিতে সাক্ষাৎকার এ কারসাজি হয়েছে কি না।

৪৩. শ্রী ভট্টাচার্য যুক্তি দেখান যে সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। যেহেতু চূড়ান্ত লিখিত পরীক্ষায় কম নম্বর পাওয়া অনেক প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় বেশি নম্বর পাওয়া প্রার্থীদের তুলনায় সাক্ষাৎকারে বেশি নম্বর পেয়েছেন। অজয় হাসিয়া (উপরে)-তে একই ধরনের একটি বিষয় সুপ্রিম কোর্টে বিবেচনার জন্য পড়ে। সাক্ষাৎকারে প্রদত্ত নম্বরগুলি যোগ্যতা পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে বিপরীত অনুপাতে এবং লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করার পরে, সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে এই ধরনের তথ্য যদিও আদালতের মনে প্রবল সন্দেহের সৃষ্টি করে, কিন্তু এই প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করে যে সন্দেহ প্রমাণের স্থান নিতে পারে না। মূল আবেদনকারীরা এই আদালতের কাছে শ্রী ভট্টাচার্যের এই যুক্তি মেনে নেওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট উপকরণ উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছিল যে ইন্টারভিউ বোর্ড ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু প্রার্থীকে সমর্থন করার লক্ষ্যে ইন্টারভিউয়ের নম্বরগুলিতে হেরফের করেছে। অজয় হাসিয়া (উপরে) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য পর্যবেক্ষণ করেছে যে মৌখিক ইন্টারভিউয়ের জন্য মোট নম্বরের ১৫ শতাংশের বেশি বরাদ্দ নির্বিচারে এবং অযৌক্তিক হবে। হাতে থাকা ক্ষেত্রে ইন্টারভিউয়ের জন্য বরাদ্দ নম্বরগুলি   এর মধ্যে ছিল।অজয় হাসিয়া (সুপ্রা)-তে যেমন অনুমতিযোগ্য সীমা দেখা গেছে।

৪৪.   অপর্যাপ্ত উপকরণের পরিপ্রেক্ষিতে, এই আদালত এই রায় দিতে আগ্রহী নয় যে কিছু -প্রার্থীর পক্ষে যাওয়ার জন্য সাক্ষাৎকারে নম্বরগুলি কারচুপি করা হয়েছে।

৪৫. ইস্যু নং (vi) এর উত্তর নেতিবাচক এবং মূল আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে।

৪৬. ইস্যু নং- (vii) মূল উত্তরগুলি প্রকাশ না করা কি সঠিক ছিল?

৪৭. মূল আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী যুক্তি দেখাবেন যে, চূড়ান্ত নির্বাচন এবং মেধা তালিকা প্রস্তুতের আগে বিবাদী কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে মূল উত্তর প্রকাশ না করা এবং মূল উত্তরগুলির উপর আপত্তি না জানানো অবৈধ, স্বেচ্ছাচারী এবং অসৎ উদ্দেশ্যমূলক ছিল। এই ধরনের দাখিলের জবাবে, বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট জেনারেল যুক্তি দেন যে, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের সামনে এই ধরনের অভিযোগ কখনও উত্থাপন করা হয়নি। বিতর্কিত রায় এবং আদেশ থেকে মনে হয় না যে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের সামনে এই ধরনের বিষয়টি মোটেও চাপানো হয়নি। অতএব, এই আদালত এই পর্যায়ে প্রথমবারের মতো এই ধরনের আবেদন গ্রহণ করতে আগ্রহী নয় যা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবসম্মত।

৪৮. বিষয় নং (vii) সম্পূর্ণরূপে বাস্তবসম্মত হওয়ায়, এই আদালতের সামনে প্রথমবারের মতো উত্থাপনের অনুমতি দেওয়া যাবে না।

৪৯. এটি এই আদালতকে মূল ইস্যুর দিকে নিয়ে যায় যা বের করা হয়েছে এরপরে।

৫০. বিষয় নং-(viii) বয়সের ছাড় পাওয়া সত্ত্বেও সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের অসংরক্ষিত পদে স্থানান্তর কি যথাযথ ছিল?

৫১. জিতেন্দ্র কুমার সিং (উপরে)-এর ক্ষেত্রে, বয়স এবং ফি-তে ছাড় সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের সাধারণ প্রার্থীদের সঙ্গে একটি উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় অসংরক্ষিত আসনের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা থেকে বঞ্চিত করবে কি না, এই বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে বিবেচনার জন্য পড়ে। ইউ. পি. পাবলিক সার্ভিসেস (তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য সংরক্ষণ) আইন ১৯৯৪-এর ধারা ৩ (৬) এবং ধারা ৮ বিবেচনা করার পরে এবং একটি সরকারী নির্দেশ জারি করার পরে, এই রিপোর্ট করা সিদ্ধান্তে, সুপ্রিম কোর্ট এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।উক্ত আইনটি কার্যকর হওয়ার অব্যবহিত পরেই বলা হয় যে

১৯৯৪ সালের আইনের ৮ নম্বর ধারার অধীনে আসা ছাড়গুলিকে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য নির্ধারিত মানদণ্ডে শিথিলতা বলা যাবে না। আরও বলা হয়েছিল যে, এই ধরনের ছাড় কেবল সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীকে সাধারণ এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম করার জন্য ছিল বিভাগের প্রার্থী।

৫২. নীরব কুমার দিলীপভাই (সুপ্রি) এর মামলার সিদ্ধান্ত থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে, মিঃ ভট্টাচার্য যুক্তি দেবেন যে সংরক্ষিত শ্রেণীর প্রার্থীরা যারা বয়সের ছাড় ইত্যাদির সুবিধা গ্রহণ করেছেন, তাদের PMT/PET পর্যায়ে তাদের নিজ নিজ শ্রেণীর শূন্যপদগুলির বিপরীতে বিবেচনা করা উচিত ছিল।

৫৩. এই পর্যায়ে, নীতিগত সিদ্ধান্তটি বিবেচনা করা প্রাসঙ্গিক হবে যা নীরব কুমার দিলীপভাই (উপরে) এর ব্যাখ্যার জন্য পড়েছিল।

৫৪.   এই পর্যায়ে, নীতিগত সিদ্ধান্ত বিবেচনা করা প্রাসঙ্গিক হবে যা নীরব কুমার দিলীপভাইতে (উপরে) ব্যাখ্যার জন্য পড়েছিল। উক্ত রিপোর্ট করা সিদ্ধান্তে গুজরাট রাজ্য একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে কোনও সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থী যদি বয়সসীমা, অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা, পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগের সংখ্যা হিসাবে কোনও ছাড়ের সুবিধা না নেন, তবে উক্ত প্রার্থীকে উন্মুক্ত বিভাগে সামঞ্জস্য করা হবে এবং যদি প্রার্থী উপরোক্ত কোনও ছাড়ের সুবিধা গ্রহণ করেন তবে তাকে সংরক্ষিত বিভাগের সাথে সামঞ্জস্য করতে হবে। রাজ্য সরকার আরও একটি যোগ্যতা জারি করে যে তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি/সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর প্রার্থীরা প্রতিযোগিতামূলক লিখিত পরীক্ষায় যোগ্যতার নম্বর শিথিল করে নির্বাচিত হয়েছেন এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাত্কারে সংরক্ষিত পদগুলির বিরুদ্ধে গণনা করা হবে। উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তিগুলির প্রেক্ষাপটে, সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে কোনও সংরক্ষিত বিভাগের ফলস্বরূপ বাছাই প্রক্রিয়ায় বয়সের ছাড়ের সুবিধা নেওয়া কোনও প্রার্থী, তারপর, বা -এ স্থান পাওয়ার চেষ্টা করতে পারবেন না।সাধারণ বিভাগের আসনে স্থানান্তরিত হয়েছে।

৫৫.   গুজরাট রাজ্য নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সংরক্ষিত শ্রেণীর প্রার্থীদের সাধারণ/উন্মুক্ত শ্রেণীতে স্থানান্তর নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যদি এই ধরণের সংরক্ষিত শ্রেণীর প্রার্থীরা বয়স ইত্যাদিতে শিথিলতা লাভ করে থাকেন অথবা যারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যোগ্যতা অর্জনের নম্বরে শিথিলতা লাভ করে নির্বাচিত হন।

৫৬.   এই ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কোনও নীতিগত সিদ্ধান্ত এই আদালতের কাছে উল্লেখ করা হয়নি যে সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থী হিসাবে বয়সের ছাড়ের সুবিধা গ্রহণকারী কোনও সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীকে সাধারণ বিভাগের আসনে স্থান দেওয়া যাবে না। অন্যদিকে, ১৯৭৬ সালের আইন এবং ২০১২ সালের আইন যোগ্য সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের সাধারণ বিভাগের শূন্যপদে স্থান দেওয়ার অনুমতি দেয়, যদিও তারা বয়সের শিথিলকরণ এর সুবিধা গ্রহণ করেছেন।।

৫৭.   উপরোক্ত সিদ্ধান্ত থেকে স্পষ্ট হবে যে, সংরক্ষিত বিভাগ থেকে অসংরক্ষিত শূন্যপদে ছাড়ের সুবিধা গ্রহণকারী যোগ্য প্রার্থীদের স্থানান্তরের বিষয়ে গুজরাট রাজ্যের নীতিগত সিদ্ধান্ত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রচলিত বিধিবদ্ধ বিধানগুলির থেকে আলাদা। উপরোক্ত পার্থক্যটি বিদ্বান ট্রাইবুনেলের নজরে পড়েনি বলে মনে হয়। অতএব, বিদ্বান ট্রাইবুনেল দ্বারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে নীরব কুমার দিলীপবতীর (উপরে) উপর নির্ভরতা রেখে এই আদালতের হস্তক্ষেপের আহ্বান জানানো হয়েছে। এই কারণে, এই আদালত শ্রী ভট্টাচার্যের যুক্তি গ্রহণ করতে অক্ষম যে উক্ত রিপোর্ট করা সিদ্ধান্তের প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কে হাতের কেস।

৫৮.   ২০১৫ সালের ১৬ নং এস. সি. সি-তে অজিতকুমার পি. এবং ওরস বনাম রেমিন কে. আর. এবং অন্যান্যদের মামলায় সুপ্রিম কোর্ট আর. কে. সভরওয়াল বনাম পাঞ্জাব রাজ্য (১৯৯৫) ২ এস. সি. সি ৭৪৫-এ বর্ণিত প্রস্তাবটি পুনর্ব্যক্ত করেছে যে যেখানে নির্দিষ্ট সংখ্যক পদ সামাজিক এবং -এর প্রার্থীদের পক্ষে সংরক্ষিত রয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণী যোগ্য প্রার্থী

এই শ্রেণীগুলিকে এই ধরনের সংরক্ষিত পদে নিয়োগ করা উচিত নয়, বরং উন্মুক্ত বিভাগে পড়ে এমন পদে নিয়োগ করা উচিত। অজিতকুমার পি. (উপরে) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে প্রাথমিক পর্যায়ে দেওয়া ছাড় বা ছাড়ের কোনও থাকতে পারে না। একজন প্রার্থীর যোগ্যতা নির্ধারণে প্রাসঙ্গিকতা।

৫৯.   মাননীয় ট্রাইব্যুনাল জিতেন্দ্র কুমার সিং (সুপ্রা)-এর ক্ষেত্রে এই ভিত্তিতে সিদ্ধান্তকে আলাদা করেছে যে উত্তর প্রদেশ রাজ্য একটি সরকারী আদেশ জারি করেছে যাতে বলা হয়েছে যে সংরক্ষিত প্রার্থীদের যোগ্যতার ভিত্তিতে অসংরক্ষিত বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে বয়সের ছাড়ের কোনও ভূমিকা নেই তবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে সংরক্ষিত প্রার্থীদের বয়সের ছাড় পাওয়ার যোগ্য করার মতো কোনও নীতিগত সিদ্ধান্ত নেই। অসংরক্ষিত বিভাগের অধীনে তাদের স্থান।

৬০.   নীরবকুমার দিলীপভাই (উপরে) মামলায়, সুপ্রিম কোর্ট উল্লেখ করেছে যে, গৌরব প্রধান বনাম রাজস্থান রাজ্য মামলায় (২০১৮) ১১ এস. সি. সি. ৩৫২-এ যে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, জিতেন্দ্র কুমার সিং-এর ক্ষেত্রে যে রায়টি একটি সংবিধিবদ্ধ প্রকল্প এবং একটি সার্কুলারের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছিল, তা বিবেচনাধীন প্রকল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে এবং এই প্রকল্প থেকে নির্দেশিত রাজ্য সরকারের সংবিধিবদ্ধ প্রকল্প ও অভিপ্রায়কে একটি প্রকল্পে প্রসারিত করা যাবে না। যেখানে রাজ্য বিজ্ঞপ্তিগুলি বিপরীত।

৬১.   উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, একটি অসংরক্ষিত পদ যোগ্য সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের দ্বারা পূরণ করা যেতে পারে কিনা তা নির্ভর করবে প্রাসঙ্গিক সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত বিধানগুলির উপর। অতএব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে কোনও যোগ্য সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থী দ্বারা একটি অসংরক্ষিত শূন্যপদ পূরণ করা যেতে পারে কিনা সে সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসার আগে এই আদালতকে ২০১২ সালের আইনের ১৯৭৬ সালের আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি বিবেচনা করতে হবে।

৬২.	পশ্চিমবঙ্গ তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি (চাকরি ও পদে শূন্যপদের সংরক্ষণ) আইন ১৯৭৬ (সংক্ষেপে ১৯৭৬ সালের আইন) তফশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতির সদস্যদের জন্য চাকরি ও পদে শূন্যপদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছিল। উপরোক্ত বিষয়টির সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ১৯৭৬ সালের আইনের ধারা ৪-এ বর্ণিত বিধানগুলি নোট করা প্রাসঙ্গিক হবে যা অধীনে-

" ৪, (১) এই আইন কার্যকর হওয়ার পর সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করতে হবে এমন কোনও প্রতিষ্ঠানের পরিষেবা ও পদে সমস্ত নিয়োগ নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত হবে, যথাঃ -

৫ (ক) এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে শূন্যপদের বাইশ শতাংশ তফসিলি জাতি এবং ছয় শতাংশ তফসিলি উপজাতির প্রার্থীদের জন্য তফসিল ১-এ বর্ণিত পদ্ধতিতে সংরক্ষিত থাকবে।

তবে শর্ত থাকে যে, রাজ্য সরকার সময়ে সময়ে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারি করে শতাংশ বৃদ্ধি করতে পারে, যাতে তফসিলি জাতির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ পঁচিশ শতাংশ এবং তফসিলি উপজাতির ক্ষেত্রে দশ শতাংশের বেশি না হয়ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, রাজ্য সরকার এই ধরনের জেলাগুলিতে তফসিলি জাতি ও তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতির জনসংখ্যার শতাংশ অনুযায়ী বিভিন্ন জেলার জন্য বিভিন্ন শতাংশ নির্ধারণ করতে পারেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস (জুডিশিয়াল)-এর ক্ষেত্রে শতাংশ হবে তফসিলি জাতির জন্য দশ এবং তফসিলি উপজাতির জন্য পাঁচটি;

(খ) কোনও পরিষেবা বা পদে নির্বাচনের জন্য কোনও পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত ফি, যদি থাকে, তফসিলি জাতি বা তফসিলি উপজাতির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নেওয়া হবে না;

(গ) তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতির সদস্যরা কোনও চাকরি বা পদে নিয়োগের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ বয়সসীমার উপরে পাঁচ বছরের ছাড় পাওয়ার অধিকারী হবেন।

(২) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা কোনও প্রতিষ্ঠানে কোনও পরিষেবা বা পদে কোনও অসংরক্ষিত শূন্যপদে নিয়োগের জন্য যোগ্যতার ভিত্তিতে যোগ্যতা অর্জনকারী কোনও তফসিলি জাতি বা তফসিলি উপজাতি প্রার্থীর সদস্যকে উপ-ধারা (১) এর অধীনে এই জাতীয় পরিষেবা বা পদে সংরক্ষিত কোটা থেকে বাদ দেওয়া হবে না।

৬৩. পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণী (তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি ব্যতীত) (পরিষেবা ও পদে শূন্যপদের সংরক্ষণ) আইন ২০১২ (সংক্ষেপে "২০১২ আইন") তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি ব্যতীত নাগরিকদের অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য পরিষেবা ও পদে শূন্যপদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছিল। ২০১২ সালের আইনের ৫ নং ধারা প্রাসঙ্গিক হবে এবং তাই, একই নিচে বের করা হয়েছে-

" ৫. সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা শূন্যপদে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য সংরক্ষণ-এই আইনটি চালু হওয়ার পরে, সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পরিষেবা এবং পদগুলিতে সমস্ত নিয়োগ নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত হবে, যথাঃ -

(ক) এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, শূন্যপদের দশ শতাংশ "অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী বিভাগ এ" শ্রেণী হিসাবে চিহ্নিত অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং শূন্যপদের সাত শতাংশ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর "অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী বি" বিভাগের প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

তবে শর্ত থাকে যে, রাজ্য সরকার সময়ে সময়ে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তফসিলি জাতির জন্য সামগ্রিক সংরক্ষণের মতো শতাংশ বৃদ্ধি করতে পারে, তফসিলি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী পঞ্চাশ শতাংশের বেশি হবে না,

(খ) অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর সদস্যরা সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা কোনও প্রতিষ্ঠানে কোনও পরিষেবা বা পদে কোনও অসংরক্ষিত পদে নিয়োগের জন্য অসংরক্ষিত প্রার্থীদের মতো একই মানদণ্ডে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় যোগ্যতার ভিত্তিতে যোগ্যতা অর্জন করলে, উপ-ধারা (ক) এর অধীনে এই ধরনের পদে বা চাকরিতে সংরক্ষিত কোটার সঙ্গে সমন্বয় করা হবে না।

৬৪. নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বিশেষভাবে যোগ্যতার মানদণ্ড নির্ধারণ করে। প্রার্থীদের বয়সের ক্ষেত্রে যোগ্যতার মানদণ্ড হিসাবে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত নিচে উদ্‌ধৃত করা হয়েছে-

" ৩. খ. বয়সঃ-আবেদনকারীর বয়স ১৮ (আঠারো) বছরের কম হতে হবে না এবং ০১.০১.২০১৯ অনুযায়ী ২৭ (সাতাশ) বছরের বেশি হতে হবে না। পশ্চিমবঙ্গের এসসি/এসটি আবেদনকারীদের জন্য উচ্চ বয়সসীমা কেবলমাত্র ০৫এস (পাঁচ) বছর এবং ওবিসি আবেদনকারীদের জন্য ০৩ (তিন) বছর শিথিল করা হবে।

পশ্চিমবঙ্গ শুধুমাত্র ০৩ (তিন) বছর। এনভিএফ এবং হোম গার্ড কর্মীদের (শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে কর্মরত) জন্যও বর্তমান সরকারি নিয়ম অনুযায়ী উচ্চ বয়সসীমা শিথিলযোগ্য। তবে সিউইক স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য বয়সের ছাড় পাওয়া যায় না।

৬৫. নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির যোগ্যতার মানদণ্ড থেকে এটা স্পষ্ট যে পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি আবেদনকারীদের জন্য উচ্চ বয়সসীমা মাত্র পাঁচ বছর এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর আবেদনকারীদের জন্য মাত্র তিন বছর শিথিল করা হবে।

৬৬. মূল আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান প্রবীণ আইনজীবী যুক্তি দেখান যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত বয়সের ছাড় পাওয়ার পরে সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের নির্বাচন প্রক্রিয়ার যে কোনও পর্যায়ে সাধারণ বিভাগ/অসংরক্ষিত বিভাগের শূন্যপদের বিরুদ্ধে নির্বাচনের জন্য বিবেচনা করা যাবে না। তাঁর মতে, বয়সের ছাড় পাওয়া সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের মতো "একই মানের" বলা যাবে না অসংরক্ষিত প্রার্থীরা।

৬৭. নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে অস্থায়ীভাবে যোগ্য বলে বিবেচিত আবেদনকারীদের এমসিও ভিত্তিক প্রাথমিক লিখিত পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে। প্রাথমিক লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের শারীরিক মান পরীক্ষা করা হবে এবং পিএমটিতে যোগ্যতা অর্জনকারী প্রার্থীদের পিইটিতে অংশ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে প্রাথমিক লিখিত পরীক্ষা, পিএমটি এবং পিইটি প্রকৃতিতে যোগ্য।

৬৮. পিএমটি এবং পিইটি-তে উত্তীর্ণ সমস্ত প্রার্থীকে বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত চূড়ান্ত লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য ডাকা হবে। এই জাতীয় চূড়ান্ত লিখিত পরীক্ষা ৮৫ নম্বরের হবে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে যে যোগ্যতা অনুসারে এবং -এর ভিত্তিতে সীমিত সংখ্যক প্রার্থীকে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হবে।চূড়ান্ত লিখিত পরীক্ষা এবং সাক্ষাত্কারে প্রাপ্ত নম্বরের, বোর্ড কর্তৃক অস্থায়ীভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের একটি মেধা তালিকা প্রস্তুত করা হবে।

৬৯. নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেখার পর এই আদালত জানতে পারে যে প্রার্থীদের নির্বাচন চূড়ান্ত লিখিত পরীক্ষায় প্রার্থীদের যোগ্যতার ভিত্তিতে করতে হবে যা একটি সাক্ষাত্কারের পরে হয়। সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চ বয়স সীমাতে ছাড় কেবলমাত্র এই জাতীয় প্রার্থীদের সাধারণ/অসংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উদ্দেশ্যে বিবেচনার অঞ্চলের মধ্যে আসতে সক্ষম করার জন্য। প্রার্থীর আপেক্ষিক যোগ্যতা তখনই বিবেচনা করা হয় যখন সমস্ত প্রার্থী যারা শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স এবং প্রাথমিক লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরে যোগ্যতার শর্ত পূরণ করেন, পিএমটি এবং পিইটি-র অনুমতি দেওয়া হয় চূড়ান্ত লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য।

৭০. প্রবীণ আইনজীবী শ্রী ভট্টাচার্য যুক্তি দেখান যে সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের দেওয়া বয়স ইত্যাদি শিথিলকরণ এই ধরনের প্রার্থীদের সাধারণ বিভাগের প্রার্থীদের তুলনায় সুবিধাজনক অবস্থানে রাখে এবং ফলস্বরূপ সমান সুযোগ-সুবিধা বিঘ্নিত হয়। বয়সের শিথিলকরণ "সমান খেলার ক্ষেত্র" কে বিপর্যস্ত করতে পারে কিনা এই বিষয়টি **জিতেন্দ্র কুমার সিং** (সুপ্রা) -এর মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বিবেচনা করেছিল।

৭১. **জিতেন্দ্র কুমার সিং** (উপরে উল্লিখিত)-এর ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে বয়সের ছাড় কোনওভাবেই (সুপ্রা) "লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড"-কে বিচলিত করে না। সুপ্রিম কোর্ট এইভাবে রায় দিয়েছে-

"আমাদের মতে, বয়সের ছাড় কোনওভাবেই" লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড "-কে বিচলিত করে না। আবেদনকারীদের পক্ষে বিদ্বান পরামর্শদাতার জমা দেওয়া মেনে নেওয়া সম্ভব নয় যে, বয়সের ছাড় বা ফি-তে ছাড় কোনওভাবেই ভারতের সংবিধানের ১৬ (১) অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন হবে। এই ছাড়গুলি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার যোগ্যতার সাথে সম্পর্কিত বিধান। যখন ছাড়গুলি পাওয়া যায়, তখন উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা শুরু হয় না। এটি তখন শুরু হয় যখন সমস্ত প্রার্থীরা (যোগ্যতার শর্ত পূরণ করেন, অর্থাৎ,)

যোগ্যতা, বয়স, প্রাথমিক লিখিত পরীক্ষা এবং শারীরিক পরীক্ষা মূল লিখিত পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেওয়া হয়। বয়স শিথিলকরণ এবং ফি ছাড়ের সাথে, সংরক্ষিত প্রার্থীদের কেবল বিবেচনার অঞ্চলের মধ্যে আনা হয়, যাতে তারা যোগ্যতার ভিত্তিতে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারে। প্রার্থী একবার লিখিত পরীক্ষায় অংশ নিলে, প্রার্থী কোন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত তা বিবেচ্য নয়। যোগ্য ঘোষিত সমস্ত প্রার্থী প্রাথমিক পরীক্ষা এবং শারীরিক পরীক্ষায়ও অংশ নিয়েছিলেন। এর পরেই সফল প্রার্থীদের উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।

৭২. অনুযায়ী সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের ছাড় দেওয়া হয়েছে।নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের আগে হয়। এই আদালতের বিবেচিত দৃষ্টিভঙ্গিতে, এই ধরনের ছাড়গুলি উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় উপস্থিত হওয়ার জন্য একজন প্রার্থীর যোগ্যতার সাথে সম্পর্কিত। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে ছাড়গুলি প্রাথমিক পর্যায়ে দেওয়া হয় এবং তাই, উন্মুক্ত এ অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের যোগ্যতা নির্ধারণে কোনও প্রাসঙ্গিকতার সমাপ্তি থাকতে পারে না।

৭৩. হাতে থাকা ক্ষেত্রে, বয়সের ছাড় ইত্যাদি দ্বারা সুবিধা গ্রহণ করা হয়েছিল। চূড়ান্ত লিখিত পরীক্ষা এবং সাক্ষাৎকারের আগে সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীরা। চূড়ান্ত লিখিত পরীক্ষা এবং সাক্ষাৎকারে প্রার্থীদের যোগ্যতা নির্ধারণের সময় এই ধরনের ছাড়ের কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই। জিতেন্দ্র কুমার সিং (উপরে)-এ নির্ধারিত প্রস্তাবটি প্রয়োগ করে, এই আদালত বলে যে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা তখনই শুরু হয়েছিল যখন সমস্ত প্রার্থী প্রাথমিক লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরে, পিএমটি এবং পিইটি-কে চূড়ান্ত লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

৭৪. ২০১২ সালের আইনের ৫ ধারার উপ-ধারা (খ)-এ ব্যবহৃত "একই মান" অভিব্যক্তিটি "উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা" অভিব্যক্তিটিকে যোগ্য করে তোলে। এই আদালতের মনে "একই মানের উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা" শব্দটি বোঝায় যে যেখানে প্রার্থীরা অংশগ্রহণ করে সেই উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা একই মানের হবে। অন্য কথায়, অংশগ্রহণকারী সমস্ত প্রার্থীউন্মুক্ত প্রতিযোগিতায়, তারা যে বিভাগেরই হোক না কেন,

একই মানদণ্ডে মূল্যায়ন করা হয়েছে। অতএব, এই আদালত বলে যে, বয়স ইত্যাদিতে ছাড় পাওয়া কোনও প্রার্থীকে ২০১২ সালের আইনের ৫ (খ) ধারায় ব্যবহৃত "একই মানদণ্ড" লঙ্ঘন করেছেন বলে বলা যায় না। বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত "একই মান" অভিব্যক্তিটির ব্যাখ্যা উপরোক্ত কারণগুলির জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। এই পর্যায়ে এটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে চূড়ান্ত লিখিত পরীক্ষার মান এবং মূল আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে নয়।সাক্ষাৎকারটি প্রার্থীদের বিভাগের উপর নির্ভর করে ভিন্ন ছিল।

৭৫. ১৯৭৬ সালের আইনের ধারা ৪ (২)-এ বলা হয়েছে যে, কোনও তফসিলি জাতি বা তফসিলি উপজাতি প্রার্থী সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা কোনও প্রতিষ্ঠানে কোনও পরিষেবা বা পদে কোনও অসংরক্ষিত শূন্যপদে যোগ্যতার ভিত্তিতে যোগ্যতা অর্জন করলে তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতির প্রার্থীদের জন্য এই ধরনের পরিষেবা বা পদে সংরক্ষিত কোটা থেকে বাদ দেওয়া হবে না। অতএব, সংবিধিটি কোনও প্রতিষ্ঠানে কোনও পরিষেবা বা পদে অসংরক্ষিত শূন্যপদ সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনও যোগ্য তফসিলি জাতি বা তফসিলি উপজাতি প্রার্থী দ্বারা পূরণ করার অনুমতি দেয় যার জন্য এই ধরনের চাকরি বা পদে সংরক্ষিত কোটা থেকে কোনও ছাড় থাকবে না।তফসিলি জাতি বা তফসিলি উপজাতির প্রার্থীরা।

৭৬. একইভাবে ২০১২ সালের আইনের ৫(খ) ধারায় বলা হয়েছে যে, 'কোনও চাকরি বা প্রতিষ্ঠানের কোনও অসংরক্ষিত পদ মেধাবীদের দ্বারা পূরণ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।' অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর প্রার্থীদের 'ওবিসি' শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত কোটা থেকে সমন্বয় করা হবে না।

৭৭. একবার সংরক্ষিত শ্রেণীর প্রার্থী চূড়ান্ত লিখিত পরীক্ষা এবং সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করলে এবং সাধারণ/অসংরক্ষিত শ্রেণী থেকে নির্বাচিত এবং সুপারিশকৃত শেষ প্রার্থীর প্রাপ্ত নম্বরের চেয়ে বেশি নম্বর পেয়ে গেলে, সেই প্রার্থী কোন শ্রেণীর তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই ক্ষেত্রে সংরক্ষিত শ্রেণীর প্রার্থীদের দ্বারা সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে অসংরক্ষিত শূন্যপদ পূরণ করা যেতে পারে এবং সংরক্ষিত শ্রেণীর প্রার্থীদের দ্বারা পূরণ করা এই শূন্যপদ তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত কোটা থেকে কাটা/সমন্বয় করা হবে না। অতএব, এই আদালতের বিবেচনাধীন মতামত হল যে, বয়সের ছাড় পাওয়া ৪০১ জন সংরক্ষিত শ্রেণীর প্রার্থীকে অসংরক্ষিত শ্রেণীতে রাখার জন্য কর্তৃপক্ষকে দোষ দেওয়া যেতে পারে না।

৭৮. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ১৯৭৬ সালের আইন এবং ২০১২ সালের আইন প্রণয়ন করে যাতে তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর সদস্যদের জন্য যথাক্রমে চাকরি ও পদে শূন্যপদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। উপরোক্ত আইনের অধীনে আরও যোগ্য সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের দ্বারা একটি অসংরক্ষিত শূন্যপদ পূরণের বিষয়ে বিধানগুলি স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন।

৭৯. পূরণ করার জন্য ১৯৭৬ এবং ২০১২ সালের আইনে কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। বয়স শিথিলকরণ ইত্যাদির সুবিধা গ্রহণকারী সংরক্ষিত বিভাগের যোগ্য প্রার্থীদের অসংরক্ষিত পদগুলি। অন্যদিকে উপরোক্ত সংবিধিগুলি যোগ্য প্রার্থীদের দ্বারা অসংরক্ষিত পদগুলি পূরণ করার অনুমতি দেয়। যদি শ্রী ভট্টাচার্যের যুক্তি গ্রহণ করতে হয় তবে এখানে উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞাকে ১৯৭৬ এবং ২০১২ সালের আইনগুলিতে পড়তে হবে। এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে কোনও বিধান ব্যাখ্যা করার সময় আদালতকে যোগ করা বা করা থেকে বিরত থাকতে হবে সেখান থেকে শব্দ বাদ দেওয়া হচ্ছে।

৮০. ১৯৭৬ সালের আইন এবং ২০১২ সালের আইনে মেধাবী সংরক্ষিত শ্রেণীর প্রার্থীদের দ্বারা অসংরক্ষিত পদ পূরণের জন্য কোনও স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা নেই, যারা বয়স ইত্যাদিতে শিথিলতা পেয়েছেন। অতএব, এই আদালতের বিবেচনাধীন মতামত হল যে জিতেন্দ্র কুমার সিং (সুপ্র) এর ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কর্তৃক গৃহীত নীতিগত সিদ্ধান্তের অনুপস্থিতি, বয়স ইত্যাদিতে শিথিলতা পেয়েছেন এমন মেধাবী সংরক্ষিত প্রার্থীদের দ্বারা অসংরক্ষিত পদ পূরণের কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার উপর বাধা হতে পারে না কারণ ১৯৭৬ সালের আইন এবং ২০১২ সালের আইনের বিধানগুলি এই বিষয়ে স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন।

৮১. অতএব, এই আদালত বলে যে, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের বয়স ইত্যাদিতে ছাড় দেওয়া উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার আগে প্রাথমিক/যোগ্যতা পর্যায়ে রয়েছে। উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের আগে এই ধরনের ছাড়ের সুবিধা গ্রহণকারী সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীকে যোগ্যতা অনুযায়ী অসংরক্ষিত শূন্যপদ পূরণের জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে। তাই কর্তৃপক্ষ সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের অসংরক্ষিত পদে স্থানান্তরের অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল।প্রার্থীরা বয়স ইত্যাদিতে ছাড় পাচ্ছেন।

৮২. প্রশ্ন নং (viii)-এর উত্তর তাই ইতিবাচক এবং মূল আবেদনকারীর বিরুদ্ধে দেওয়া হয়েছে।

৮৩. ২৬.০৯.২০২৩ শ্রী কমলেশ ভট্টাচার্য, অভিজ্ঞ উকিল আদালতের প্রথম বৈঠকে এই বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন যে, একটি সমন্বিত বেঞ্চ অভিন্ন বিষয়ে ১৩.০৯.২০২৩-এর উপর একটি রায় দিয়েছে। তিনি রিট পিটিশনের একটি ব্যাচে ১৩.০৯.২০২৩ তারিখের রায়ের একটি ফটোকপি দাখিল করেছেন, প্রধান মামলাটি ২০২২ সালের ডব্লিউ. পি. এস. টি ৩৪-এর সাহিম হোসেন এবং ও. আর. এস বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং ও. আর. এস-এর ক্ষেত্রে। রায়ের ৪৬ অনুচ্ছেদে সমন্বিত বেঞ্চ পর্যবেক্ষণ করেছে যে সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের জন্য বয়স এবং ফি-তে ছাড়ের অর্থ এই নয় যে সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের কোনও সুবিধা দেওয়া হয়েছে যাতে তাদের যোগ্যতা অনুসারে সংরক্ষিত বিভাগে বিবেচিত হওয়ার জন্য বঞ্চিত করা হয়, বিশেষত যখন এই রাজ্য এটি নিষিদ্ধ করেনি। সিদ্ধান্ত এই আদালতের গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গিকেও সমর্থন করে।

৮৪. এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে, যদি কোনও সংবিধি কোনও কাজ করার বিধান দেয়, নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে, তখন এটি সেই পদ্ধতিতে করতে হবে ।

[দেখুনঃ **অভিলাষ লাল (সুপ্রা), চন্দ্র কিশোর ঝা (সুপ্রা) এবং নাজির আহমেদ (সুপ্রা)]**

৮৫. হাতে থাকা মামলায় কর্তৃপক্ষ যোগ্য সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীকে বয়সের ছাড় ইত্যাদির সুবিধা গ্রহণ করা সত্ত্বেও অসংরক্ষিত বিভাগে রেখে ২৬.০৩.২০২১ তারিখের মূল মেধা তালিকা/প্যানেল প্রস্তুত করে। এই আদালতের মনে, এই পদক্ষেপটি ১৯৭৬ এবং ২০১২ সালের আইনের বিধান অনুসারে ছিল। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ২০১৯-এ কনস্টেবল পদের জন্য ২৬.০৩.২০২১-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপন জারি করে নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালনা করার সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপরোক্ত বিধির বিধানগুলি কোনওভাবেই লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে বলা যায় না।নতুন করে একটি প্যানেল প্রস্তুত করার জন্য বিতর্কিত রায়ে বিদ্বান ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ কার্যকরভাবে একটি কর্তৃপক্ষকে বিধিবদ্ধ বিধানগুলির বিরুদ্ধে কাজ করার নির্দেশ দেয় যা অনুমোদিত নয়।

৮৬. মূল আবেদনকারীরা কোনও প্রতিবাদ ছাড়াই সাক্ষাৎকারে অংশ নিয়েছিলেন। সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়ার পরে এবং চূড়ান্ত নির্বাচনে ব্যর্থ হওয়ার পরে মূল আবেদনকারীদের নির্বাচন প্রক্রিয়াটিকে চ্যালেঞ্জ করা থেকে বিরত রাখা হয়। [অনুপাল সিং (সুপ্রা) এবং এস. ভিনদ কুমার (সুপ্রা) দেখুন। যাইহোক, যেহেতু ট্রাইব্যুনাল ব্যর্থ প্রার্থীদের অনুরোধে নির্বাচন প্রক্রিয়াটির চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিল, তাই এই আদালতকে মূল দাবির যোগ্যতার মধ্যে আবেদনকারীর প্রবেশ করতে হয়েছিল।

৮৭. তবে, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের বিতর্কিত রায় এবং আদেশ অনুসারে প্রকাশিত সংশোধিত মেধা তালিকা/প্যানেলে মূল মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া সংরক্ষিত শ্রেণীর বেশ কয়েকজন প্রার্থীর নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এই আদালত ইতিমধ্যেই রায় দিয়েছে যে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত 'উপরোক্ত নির্দেশনা আইনত নিষিদ্ধ। অতএব, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের নির্দেশনা অনুসারে প্রস্তুত করা ২৪.০২.২০২২ তারিখের সংশোধিত তালিকা/প্যানেলটি বাতিলযোগ্য।

৮৮. যেহেতু সংশোধিত মেধা তালিকার প্রার্থীদের উপরোক্ত সংরক্ষিত শ্রেণীর প্রার্থীদের পরিবর্তে নিয়োগ করা হয়েছে, তাই এটা স্পষ্ট যে রাজ্যের উল্লিখিত পদগুলিতে ব্যক্তিদের প্রয়োজন।

৮৯. ০২.০৩.২০২২ তারিখের আদেশে সমন্বিত বেঞ্চ নোট নিয়েছে।তথ্যটি হল যে সংশোধিত প্যানেলটি ২৪.০২.২০২২-এ প্রকাশিত হয়েছিল এবং কনস্টেবল নিয়োগের প্রক্রিয়ার দিকে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং এই বিষয়টিও বিবেচনা করে যে, মনীশ কুমার বনাম ভারত সরকার এবং অন্যান্যদের (রিট পিটিশন (সি) নং ১৮৩ অফ ২০১৩)-এ ১১.০৩.২০১৯-এ রাজ্যের উপর একটি নির্দেশ ছিল যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শূন্যপদগুলি পূরণ করা যায় এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে কনস্টেবলের শূন্যপদগুলি পূরণ করার অপ্রতিরোধ্য প্রয়োজন রয়েছে বলে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। সমন্বয়কারী বেঞ্চ সেই পর্যায়ে কোনও অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দিতে আগ্রহী ছিল না। সমন্বয়কারী বেঞ্চ অবশ্য এটা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, রাজ্য কর্তৃক জারি করা সমস্ত নিয়োগপত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হবে যে, এই ধরনের নিয়োগ পৃথক প্রার্থী এবং -এর পক্ষে কোনও সমতা তৈরি করবে না।আপিলের চূড়ান্ত ফলাফল সাপেক্ষে হবে।

৯০. সংশোধিত মেধা তালিকায় তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরেও বেশ কয়েকজন প্রার্থী নিয়োগ পেয়েছেন যদিও তাদের নাম মূল মেধা তালিকায় ছিল না। এই আদালত ইতিমধ্যে রায় দিয়েছে যে সংশোধিত মেধা তালিকা আলাদা করে রাখা এবং বাতিল করা যেতে পারে।

৯১. তারিখের সংশোধিত মেধা তালিকার পরিপ্রেক্ষিতে প্রার্থীদের নিয়োগ এই আবেদনগুলির চূড়ান্ত ফলাফল সাপেক্ষে করা হয়েছিল। অতএব, যাদের নাম মূল মেধা তালিকায় ছিল না কিন্তু সংশোধিত তালিকার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়েছিল তাদের নিয়োগ বাতিল হতে পারে এবং সেই অনুযায়ী যে পদগুলির বিরুদ্ধে তাদের নিয়োগ করা হয়েছিল সেগুলি শূন্য বলে বিবেচিত হবে২৪.০২.২০২২ তারিখের সংশোধিত মেধা তালিকার ভিত্তিতে প্রার্থীদের নিয়োগ এই আবেদনগুলির চূড়ান্ত ফলাফলের উপর নির্ভর করে করা হয়েছিল। অতএব, যেসব প্রার্থীর নাম মূল মেধা তালিকায় স্থান পায়নি কিন্তু সংশোধিত তালিকার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়েছিল, তাদের নিয়োগ বাতিল করা হবে এবং সেই অনুযায়ী যে পদগুলিতে তাদের নিয়োগ করা হয়েছিল সেগুলি শূন্য বলে গণ্য হবে এবং তাদের স্থলে সংশোধিত মেধা তালিকায় বাদ পড়া সংরক্ষিত শ্রেণীর প্রার্থীদের এই পদগুলিতে নিয়োগ করা হবে।

৯২.	তবে, সংরক্ষিত বিভাগের এমন প্রার্থী যাদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে সংশোধিত মেধা তালিকায় নিয়োগের বিলম্বের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া উচিত নয় কারণ তাদের কোনও দোষ ছিল না। অতএব, এই জাতীয় সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের মূল মেধা তালিকার অন্যান্য প্রার্থী নিয়োগের তারিখ থেকে ধারণাগত নিয়োগ দিতে হবে এবং এটি করার সময় উক্ত প্যানেলে জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করা উচিত নয়। তবে, এই জাতীয় সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীরা নিয়োগের ধারণাগত তারিখ থেকে সেই সময়ের জন্য বেতন এবং অন্যান্য আর্থিক/আর্থিক সুবিধার অধিকারী হবেন না যতক্ষণ না এই জাতীয় প্রার্থীরা প্রকৃতপক্ষে এই ক্রমানুসারে যোগ দেয়।

৯৩.	যতদূর পর্যন্ত তাদের নাম অনুসারে নিযুক্ত প্রার্থীদের সংশোধিত মেধা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, ততদূর পর্যন্ত দেখা গেছে যে যেহেতু এই ধরনের প্রার্থীরা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিলেন এবং লর্ন্ড ট্রাইব্যুনালের আদেশ অনুসারে নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাই তাদের নিয়োগকে পিছনের দরজা দিয়ে নিয়োগ বলা যায় না। এই মামলার অদ্ভুত তথ্যের কথা বিবেচনা করে, এই আদালতের বিবেচনাধীন দৃষ্টিভঙ্গি হল যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এই ধরনের প্রার্থীদের মামলা গ্রহণ এবং/অথবা নিয়মিতকরণের জন্য বিবেচনা করার নির্দেশ দেওয়া উচিত, যেমন মামলা হতে পারে, উপলব্ধ শূন্যপদে।

৯৪.	উপরে উল্লিখিত সকল কারণেই বিতর্কিত রায় এবং আদেশ হস্তক্ষেপের আহ্বান জানায়। অতএব বিতর্কিত রায় এবং আদেশ বাতিল করা হল। ফলস্বরূপ, ট্রাইব্যুনালের বিতর্কিত রায় এবং আদেশ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে কনস্টেবল পদে সুপারিশের জন্য ২৪.০২.২০২২ তারিখে নতুন করে প্রস্তুত করা প্যানেলটিও বাতিল করা হল। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে কনস্টেবল পদের জন্য ২৬.০৩.২০২১ তারিখে প্রকাশিত সুপারিশকৃত প্রার্থীদের প্যানেল ২০১৯ পুনরুদ্ধার করা হল।

তদনুসারে, এই আদালত বিবাদী কর্তৃপক্ষের উপর নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী প্রদান করছে।

(i) যে পদগুলির বিরুদ্ধে ২৬.০৩.২০২১ তারিখের মূল মেধা তালিকায় যাদের নাম ছিল না, সেই পদগুলি এই রায় পাস হওয়ার পরে শূন্য বলে বিবেচিত হবে যেগুলি সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের দ্বারা পূরণ করা হবে যাদের নাম -এ বাদ পড়েছিল।সংশোধিত মেধা তালিকা তারিখ ২৪.০২.২০২২।

(ii) সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীরা, যাঁদের নাম ২৬.০৩.২০২১ তারিখের মূল মেধা তালিকায় রয়েছে এবং যাঁদের ২৪.০২.২০২২-এ প্রকাশিত সংশোধিত মেধা তালিকায় বাদ দেওয়া হয়েছে, তাঁদের এই সংক্রান্ত সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ার পর নিয়োগ দেওয়া হবে, যে সমস্ত শূন্যপদ বর্তমান নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা পূরণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং যেগুলি এই রায় এবং আদেশ অনুসারে শূন্য হয়েছিল।

(iii) এই জাতীয় সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের নিয়োগের ধারণাগত তারিখটি সেই তারিখ হবে যখন মূল মেধা তালিকার অন্যান্য প্রার্থীদের উক্ত তালিকা অনুসারে জ্যেষ্ঠতা কঠোরভাবে বজায় রেখে নিয়োগ করা হয়েছিল। নিয়োগের ধারণাগত তারিখের ভিত্তিতে এই জাতীয় প্রার্থীদের বেতন স্কেল এবং অন্যান্য সুবিধাগুলি নির্ধারণ করতে হবে পূর্বোক্ত।

(iv) তবে, এটা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এই ধরনের সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীরা নিয়োগের ধারণাগত তারিখ থেকে প্রকৃত তারিখ পর্যন্ত বেতন এবং অন্যান্য আর্থিক বা আর্থিক সুবিধার যোগদানের অধিকারী হবেন না।

(v) এই আদেশের সার্ভার কপি পাওয়ার তারিখ থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে উপরোক্ত কাজটি সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

(vi) যাদের নাম তারিখের ২৬.০৩.২০২১-এর মূল তালিকায় ছিল না কিন্তু তারিখের সংশোধিত মেধা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাদের নিয়োগ এই রায় পাস হওয়ার পর থেকে বাতিল হয়ে যাবে। তবে, পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে করা পর্যবেক্ষণগুলি বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এই ধরনের প্রার্থীদের নিয়োগ এবং/অথবা নিয়মিতকরণের জন্য বিবেচনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যদি কোনও শূন্যপদ উপলব্ধ থাকে,

৯৫. ২০২২-এর ডব্লিউ. পি. এস. টি নং ৩০ এবং ২০২২-এর ডব্লিউ. পি. এস. টি নং ৩১ অনুমোদিত। ২০২২-এর ডব্লিউ. পি. এস. টি নং ৯ এবং ২০২২-এর ডব্লিউ. পি. এস. টি নং ১২ উপরোক্ত নির্দেশাবলীর সাথে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। সমস্ত মুলতুবি সংযুক্ত আবেদনগুলি নিষ্পত্তি করা হয়েছে সেই অনুযায়ী কোন খরচ নেই।

৯৬. জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, তাহলে সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার উপর পক্ষগুলি সরবরাহ করা হবে।

আমি একমত।

(প্রধান বিচারপতি টি. এস. শিবাগনানম) **(বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য)**

(পি.এ.-সঞ্চিতা)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly